যুগান্তর

তারিখ 15 FEB 2007

পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবাসন সংকট চরমে

মুশতাক আহমদ

বিগত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট ক্রমেই বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে তা চরম আকার ধারণ করছে। গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসছে এ অবস্থা। কিন্তু তা নিরসনে সরকারি তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। উচ্চ শিক্ষা দেখভালের সরকারি প্রতিষ্ঠান - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) জানায়, বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৬৭ জনই আবাসিক সুবিধাবঞ্চিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সংকটকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে দখলদারিত্ব আর ছাত্ররাজনীতির আধিপত্যবাদ। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, সে সরকারের ছাত্র সংগঠন হলগুলোতে প্রতিষ্ঠা করে নিরংকুশ আধিপত্য। হল প্রশাসনে নিয়োগ পান চাটুকার প্রভোস্ট আর হাউস টিউটর। ছাত্রনেতারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মর্যাদা পর্যন্ত দিতে চান না। ছাত্রছাত্রীদের দলীয় মিছিলে একপ্রকার ভেড়ার পালের মতো ধরে নিয়ে যান। ছাত্রনেতাদের অঙ্গুলির ইশারায় চলে হল প্রশাসন। অনেক ক্ষেত্রেই মেধা নয়, রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং ছাত্রনেতাদের পরামর্শে বণ্টন করা হয় আবাসিক সিট। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক না থাকলে হলে সিট পাওয়া একেবারেই দুষ্কর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান এই 'সিটনৈরাজ্যে'র অভিযোগ খোদ ইউজিসির। উদ্বিগ্ন ইউজিসি তাদের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে প্রকাশ করেছে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি শামসুজ্জামান মেহেদী বলেন, তিনি শুধু সিটরাজনীতির শিকার হয়েই একদিন ছাত্ররাজনীতিতে ঢুকে পড়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ওঠার পর তৎকালীন ছাত্রনেতারা তাকে ছাত্ররাজনীতিতে আসতে একপ্রকার বাধ্য করেছিলেন।

ইউজিসির রিপোর্ট মতে, ২০০৫ সালে দেশের

সংকট : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৫

সংকট : আবাসন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে শতকরা মাত্র ৩৩ জন পেয়েছেন আবাসিক সুবিধা। আর এই সুবিধাপ্রাপ্তদের সংখ্যা এর আগের বছরের চেয়েও কম। ২০০৪ সালে গড়ে ৩২ জন পেয়েছেন এই সুবিধা।

এক হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সত্তর ভাগ ছাত্র হলে অবস্থান করছেন অবৈধভাবে। অর্থাৎ হলে অবস্থানকারী বিশাল অংশ আবাসিক বা দ্বৈতাবাসিক অনুমতি নেননি। ছাত্রনেতারা দলের মিছিল-মিটিং করার শর্তে যাদের হলে সিট দিয়েছেন। আর এ কারণে কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ টাকা আয় থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপ্রতি সিট ভাড়া ৩৮০ টাকা। ১৯টি হল ও হোস্টেলে আসন রয়েছে ১১ হাজার ৫৫৬টি।

মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের হলে জায়গা করে দিতে পারলে শিক্ষার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সংগ্রহ করা সম্ভব হতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ বছরের মধ্যে মাত্র দুটি আবাসিক হল নির্মিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে এখানে ১ হাজার ১৬ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালে 'টুইন টাওয়ার' নামে একটি ছাত্রীহল নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে যান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্রীহল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা ঘোষণা পর্যায়েই রয়ে গেছে।

জানা গেছে, ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতেই সময়মতো শিক্ষাবর্ষ সম্পন্ন হয় না। একটি ব্যাচ পাস করে বের হওয়ার আগেই অন্য একটি ব্যাচ নিয়ম অনুযায়ী বছরের প্রথমে ভর্তি করিয়ে তাদের হলে থাকতে দিতে হচ্ছে। অথচ নিয়মানুযায়ী কোন ব্যাচকে ছেড়ে দেয়া হয়নি; কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র সেশনজট, সময়মতো পরীক্ষা না হওয়া ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে পারছেন না। ধারাবাহিকভাবে সিট সংকট বাড়ার এটাও অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অবস্থা

মঞ্জুরি কমিশনের দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটেও আবাসিক সংকট প্রকট। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫ দশমিক ৫৮ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গত বছরের চেয়ে এ বছর আবাসিক সংকট প্রায় ২ ভাগ বেড়ে মাত্র ৩৪ দশমিক ৪২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও আবাসিক সংকট রয়েছে। এখানে বর্তমানে মাত্র ৭৩ ভাগ শিক্ষার্থী হলে থাকছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ ভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২৩ ভাগ, দেশের একমাত্র উচ্চতর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯ ভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪ ভাগ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৮ ভাগ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৬ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা ভোগ করছেন।

সবচেয়ে বেশি ছন্দপতন ঘটেছে রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৯৩ ভাগ শিক্ষার্থী গত বছর আবাসন সুবিধার অধীনে ছিলেন। এবার তা ৩৭ ভাগ কমে ৫৬ ভাগে নেমে এসেছে।

২০০৪ সালে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ২০০৫ সালে ৬৬ ভাগ শিক্ষার্থীকে এই সুবিধা দেয়া সম্ভব হয়েছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব শিক্ষার্থীই বর্তমানে আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন কিন্তু এবার নতুন করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ সুবিধা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ২০০৩ সালে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ ভাগ আবাসিক সুবিধা থাকলেও ২০০৪ সালে কমে ৯৮ দশমিক ৭০ ভাগ এবং ২০০৫ সালে আরও এক ভাগ কমেছে।

২০০৪ সালে ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ আবাসিক সংকট ছিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সে স্থান দখল করে নিয়েছে। সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৫ হাজার ৮৭৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৭০০ জন অর্থাৎ ১১ দশমিক ৯১ ভাগ আবাসিক হলে থাকতেন। এবার তা দ্বিগুণ বেড়ে ২৩ ভাগ হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ হাজার ২৮৪ জনের মধ্যে ১ হাজার ৯৩১ জন বা ২১ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসিক হলে থাকতে পারছেন।

২০০২ সালে দেশের ১৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার ১৫২, যার মধ্যে মাত্র ৩৯ হাজার ৭৪০ জন অর্থাৎ ৪৩ দশমিক ১২ ভাগ ছাত্রছাত্রী আবাসিক সুবিধা ভোগ করেছেন। এর আগে ২০০১ সালে দেশের ১২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার ৩১২ জন। যার মধ্যে মাত্র ৩৭ হাজার ২৬৭ জন অর্থাৎ ৪০ দশমিক ৩৭ ভাগ ছাত্রছাত্রী আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন।

শিক্ষক-স্টাফদেরও একই সমস্যা!

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সংকট তীব্র। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধার পরিমাণও বিগত বছরের চেয়ে কমেছে; বর্তমানে মাত্র ২৭ ভাগ শিক্ষক, ১৩ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী আবাসিক সুবিধা ভোগ করছেন। যা বিগত বছর ছিল ২৯ দশমিক ৮১ ভাগ শিক্ষক এবং ১৬ দশমিক ৪২ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ইউজিসি চেয়ারম্যানের কথা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম আসাদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, উচ্চ শিক্ষা এবং জ্ঞান সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হল গবেষণা। আর কার্যকর জ্ঞান সৃষ্টির জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাসে রাখা জরুরি। তিনি বলেন, আবাসন সমস্যার কারণে বিশেষ করে ছাত্রীরা বেশি ভোগান্তি পোহায়। এটি বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি ছাত্রী হল নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। পর্যায়ক্রমে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, ইউজিসি প্রতি বছর আবাসন সমস্যার কথা তুলে ধরে